ফয়যানে

সাহাবা ও আহলে বাইত

05-September-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।

(মুজামু কবীর, ৩/৮২, নম্বর-২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে এজাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين এর মান ও মর্যাদা এবং শান ও মহত্ব সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

শানে সাহাবা এবং কোরআন ও হাদীস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শান এমনই অতুলনীয় যে, কেউই তাঁদের মান ও মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।

✯ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেছেন।

✯ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা সর্ব প্রথম **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াতে লাব্বাইক বলেছেন।

✯ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার করেছেন এবং তাঁর মুজিযা সমূহ নিজের চোখে দেখেছেন।

✯ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত।

✯ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যাদের সম্পর্কে পবিত্র হাদীসে শান বর্ণনা হয়েছে।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যাদের **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্যের জন্য বাচাই করা হয়েছে।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা সর্বপ্রথম ইসলামের তাবলীগ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা দ্বীনে ইসলারে বার্তাকে প্রসার করার জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছে।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ইসলামী পতাকা সারা দুনিয়ায় উড্ডয়মান হয়ে গেছে।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা দ্বীন ইসলামের তাবলীগের জন্য নিজের সব কিছুই কুরবান করে দিয়েছেস।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যারা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে, পেটে পাথর বেঁধে, নিকটাত্মীয়দেরকে শত্রু বানিয়ে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেও ইসলামী পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন।

✻ **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী,** যাদের ধারাবাহিক পরিশ্রম এবং আত্ম উৎসর্গের ফলে আজ আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম নিতে পারছি, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মান ও মর্যাদা এতই সমুন্নত যে, স্বয়ং কোরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে খুবই সুন্দরভাবে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আসুন! সেই পবিত্র মনিষীদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে কোরআনে পাকের একটি আয়াতে মুবারাকা শ্রবণ করি, যাতে আমাদের অন্তরে তাঁদের মহত্ব ও ভক্তি আরো জাগ্রত হয়ে যায়।

১১তম পারা সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۰۰﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে, এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان শান কিরূপ উচ্চ যে, **আল্লাহ পাক** তাদের আমল সমূহ কবুল করে তাদের সর্বদা আপন সন্তুষ্টি এবং জান্নাতী নেয়ামতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, এছাড়াও অন্যান্য অনেক আয়াত রয়েছে যাতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর শান, তাদের মর্যাদা, অন্যান্য গুণাবলী এবং উৎকর্ষতা বর্ণনা করা হয়েছে। **মক্কী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও বিভিন্ন সময়ে আপন প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মহত্ব ও শান বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মান ও মর্যাদাকে আজিমুশ্মান ভাবে উদ্বেলিত করেছেন। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মহত্ব সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

১) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার জন্য আমার আসহাবদের (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) পছন্দ করেছেন, অতঃপর মধ্য থেকে উজির, সাহায্যকারী এবং আত্মীয় বানিয়েছেন, فَمَنۡ سَبَّہُمۡ তবে যারা তাঁদের গালি দিবে, فَعَلَیۡہِ لَعۡنَۃُ اللّٰہِ وَالۡمَلَائِکَۃِ وَالنَّاسِ اَجۡمَعِ তাদের প্রতি **আল্লাহ পাক**, তাঁর ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, لَایَقۡبَلُ اللّٰہُ مِنۡہُ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ صَرۡفًا وَّلَا عَدۡلًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাদের কোন ফরয কবুল করবেন না, কোন নফল নফলও কবুল করবেন না।

(আস সিওয়ায়িকিল মাহরিকা, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার সাহাবাদের সম্পর্কে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকো! আমার পর তাঁদের (অপবাদ ও মন্দ বিষয়ের) নিশানা বানিও না, তবে যারা তাঁদেরকে ভালবাসলো, তারা আমাকে ভালবাসার কারণেই এরূপ করলো এবং যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, তারা (আসলে) আমার সাথে শত্রুতার কারণেই এরূপ করলো, যারা তাঁদের কষ্ট দিলো, তারা আমাকে কষ্ট দিলো এবং যারা আমাকে কষ্ট দিলো, তারা **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো আর যারা **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো, অতিশীঘ্রই **আল্লাহ পাক** তাদেরকে গ্রেফতার করবেন।

(মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৪, হাদীস নং-৬০১৪)

৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের সম্পর্কে মন্দ কথা বললো, তবে সে আমার পথ থেকে সরে গেলো, তার ঠিকানা হলো আগুন। (আর রিয়াযুন নদ্বারা, ১/২২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে বেআদবী করা এবং তাঁদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলা ব্যক্তি অনেক বড় দূর্ভাগা। সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো ঐ মাহান মনিষী যে, সমস্ত উম্মতের মধ্যে যে শান ও মহত্ব তাঁদের নসীব হয়েছে, তা সাহাবী নয় এমন কারো নসীব হতে পারে। যেমনটি **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করা আমার সাহাবীর সোয়া সের যব খয়রাত করা বরং এর অর্ধেকের সমানও হতে পারে না। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২২, হাদীস নং- ৩৬৭৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, সাহাবায়ে কিরামে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি শত্রুতা পোষণকারী **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপের হকদার হয়। তাই আমাদের সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সহিত সর্বদা ভালবাসা ও আদবের সম্পর্ক রাখা উচিৎ, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ভালবাসায় সর্বদা মগ্ন রাখুন, তাদের ভালবাসার প্রদীপ আমাদের অন্তরে সদা আলোকিত থাকুক এবং আমরা এই আলোকিত প্রদীপ নিয়েই কবরে যাই আর এর বরকতে আমাদের কবরের অন্ধকার দূর হয়ে যাক। আমিন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পাশাপাশি পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করাও আবশ্যক। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি ভালবাসা আর অন্তরে مَعَاذَ الله পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین প্রতি শত্রুতা পোষণ বা আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین ভালবাসা তো মনে রয়েছে পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি مَعَاذَ الله শত্রুতার বীজও মনের মধ্যে রয়েছে, এরূপ কখনোই হওয়া উচিৎ নয়।

মুমিন বান্দার জন্য আবশ্যক যে, সে যেনো সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি ভালবাসা পোষণ করার এবং পাশাপাশি পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین প্রতিও আদব ও সম্মানকারী হয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হলেন আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার এবং বিশ্বস্ত সাথী আর পবিত্র আহলে বাইত

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین তাঁর বংশধর। **দয়ালূ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজের সত্যিকার ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য আমাদেরও নিজের অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা উচিৎ। ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** জান্নাতে প্রবেশে মাধ্যম, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** দোযখ থেকে রক্ষা করবে, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** ইশকে রাসূলের দাবী, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** কবর ও আখিরাতে কাজে আসবে, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** তাঁদের চরিত্র অনুসরনের মানসিকতা প্রদান করে, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা" আল্লাহ পাক** ও **দয়ালূ আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** এর মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** ও **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নসীব হয়, ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা"** দুনিয়া ও আখিরোতের অসংখ্য কল্যাণ প্রাপ্তির মাধ্যম। তাছাড়া ✻ **"সৈয়দদের ভালবাসা" প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত অর্জনেরও মাধ্যম।

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ওসীলা অর্জন করতে চায় এবং এটাও চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করি, তবে তার উচিৎ যে, আমার আহলে বাইতের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین) খেদমত করা এবং তাঁদের খুশি করা। (বারকাতে আলে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমান, যে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গের খুশির উপলক্ষ্য হয় এবং এই কারণেই সে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের আশাবাদী হয়ে যায়। আর কতযে দূর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং এই শত্রুতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে দেয়।

মনে রাখবেন! যেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর ভালবাসাই **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, তেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর সাথে শত্রুতা পোষন করা তাঁর সাথেই শত্রুতার পোষণ করা। সেই লোকরো, যারা পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁদের শানে মন্দ বলে, এরূপ লোকেদের ভাবা উচিৎ যে, কাল কিয়ামতের দিন যখন **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে

নিবেন তখন তারা কোথায় যাবে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং **তাঁর** আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন। আসুন! শিক্ষা গ্রহনের জন্য তিনটি শাস্তি সম্পর্কে শুনুন:

(১) যারা আহলে বাইতের (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین) সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো এবং যারা তাঁদের সাথে সন্ধি করবে, আমি তাদের সাথে সন্ধি করবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৬৫, হাদীস নং- ৩৮৯৬)

(২) সাবধান! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین) প্রতি শত্রুতা অবস্থায় মরলো, সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখা থাকবে: এই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে আশাহত। **(আশ শরীফুল মাওবিদ, ৭৯ পৃষ্ঠা)**

(২) যে ব্যক্তি আহলে বাইতের (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین) প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসার থেকে আগুনের চাবুক দ্বারা দূর করে দেয়া হবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৬/৪৮, হাদীস নং-২৪১৯৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! আহলে বাইতে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین এর প্রতি শত্রুতা কিরূপ বিপদজনক, যারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করবে, যেনো তারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে দূরে করে দেয়া হবে, অনুরূপভাবে কিয়ামতে এরূপ ব্যক্তিকে হাউজে কাওসার থেকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে দূর করে দেয়া হবে। ঐ হাউজে কাওসার থেকে নেককার লোকেরা পিপাসা নিবারন করবে এবং কাউসারের মালিক **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাত থেকে পূর্ণ সূধা পান করবে। **আল্লাহ পাক** পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین এর ভালবাসা দ্বারা আমাদের অন্তরকে সিক্ত করুন এবং আমৃত্যু আমরা এই ভালবাসায় যেনো অবিচল থাকি আর কিয়ামতের **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত দ্বারাও ফয়েয প্রাপ্ত হই এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত থেকে আবে কাউসোরের সূধাও পান করি। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাউজে কাওসার কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাউজে কাওসার কি, এ সম্পর্কে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই হাউজ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। এই হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথ, এর কিনারায় (প্রান্তে) মুক্তার গম্বুজ রয়েছে, চারিদিক সমান, এর মাটি খুবই সুগন্ধিময় মুশকের, এর পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা, মধুর চেয়েও বেশি মিস্টি এবং মুশকের চেয়েও অধিক পবিত্র আর এতে রাখা পাত্র নক্ষত্রের চেয়েও সংখ্যায় বেশি। যে এর পানি পান করবে কখনোই পিপাসার্ত হবে না, এতে জান্নাত থেকে দু'টি নালা সর্বদা এসে পরছে, একটি স্বর্ণের, অপরটি রূপার। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৪৫)**

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের পবিত্র চরিত্রের উপর আমলের প্রেরণা পেতে একটি অনন্য মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া, তাছাড়াও আপনার ব্যস্ততার মধ্য থেকে কিছু না কিছু সময় যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের জন্যও বের করুন। اِنْ شَآءَ الله এই মাদানী কাজে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বরকতে আমরা ফরয সমূহের নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি নফল ইবাদতেরও অভ্যস্ত হয়ে যাবো, ফরয ও ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতিও আমলের প্রেরণা নসীব হবে, নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্নাতের উপর আমলের সুযোগ হবে, আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হবে, নেক আমলের উপর অবিচলতা নসীব হবে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়া বা পড়ানো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র

বরকতে কোরআনে করীম পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়ার বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে সিনেমা নাটক দেখতো, গান বাজনা শুনতো এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামায পড়ারও মানসিকতা ছিলো না। কোন একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, সে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়তে শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা তার অভ্যাসে পরিণত হলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিলো এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টায় রত আছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইশকে রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার এবং সবচেয়ে বড় আশিক ছিলেন, আজকাল অনেকে এটা দাবী করে যে, তারা **রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে, কিন্তু তারা ভালবাসার দাবী পূরণ করে না আর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেই মহান মনিষী, যাঁরা নিজের আচার আচরণে এটা প্রমাণ করে জানিয়ে দিতেন যে, ইশকে রাসূলই সত্য দ্বীনের প্রথম শর্ত, যেনো তাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাকে নিজের জীবনের সাথে ওতপ্রতভাবে

জড়িয়ে নিয়েছিলেন, এই কারণেই যে, আজ কয়েক শতক অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এই মনিষীগণ আশিকানে রাসূলের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে আছেন। সাধারনত অনেক রোগীকে ডাক্তার বিশেষ ঔষধ খেতে বলে থাকে, রোগী যদি সেই ঔষধ খায় তবে ভাল থাকে আর না খেলে তবে তাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অবস্থা ছিলো যে, তারা ইশকে রাসূলের পবিত্র রোগী ছিলেন, তাঁদের জন্য মুস্তফার দীদার, মুস্তফার সান্নিধ্য, মুস্তফার আনুগত্য এবং মুস্তফার অনুসরন ঔষধের ন্যায় ছিলো, যা ছাড়া তাঁদের জীবিত থাকা কষ্টকর ছিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গকারীগণ আপন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক একটি আচরণ নোট করতেন এবং এর উপর আমল করতেন।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین সহিত প্রেম ও ভালবাসা মূলক আচরণ এমন ছিলো, যা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট লুকায়িত ছিলো না, সাহাবায়ে কিরামগণ ভালভাবে জানতেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین প্রতি কিরূপ ভালবাসা পোষণ করতেন, এই কারণেই সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَانও আহলে বাইতে কিরামের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین প্রতি সত্যিকার ভালবাসা পোষণ করতেন এবং সর্বদা তাঁদের প্রতি আদব ও ভালবাসাময় সম্পর্ক রাখতেন। এমনকি তাঁরা আপন আত্মীয় স্বজনদের চেয়েও বেশি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین কে প্রিয় মনে করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ এবং আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ ভালবাসা

বর্ণিত আছে: হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন আমীরুল মুমিনিন (অর্থাৎ মুমিনদের আমীর), খলিফাতুল মুসলিমিন (অর্থাৎ মুসলমানদের খলিফা) নির্বাচিত হলেন, তখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কীত হওয়ার কারণে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین এর অনেক বেশি খেয়াল রাখতেন এবং পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین সম্পর্কে বলতেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয় স্বজনগণ আমার নিকট আমার আত্মীয় স্বজনের চেয়ে বেশি প্রিয়। **(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৩/২৯, হাদীস নং-৪০৩৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আহলে বাইতে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁদেরকে আপন পরিবারের উপর প্রাধান্য দিতেন। আসুন! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর প্রতি ভালবাসার আরো দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি:

(১) কোন জানাযায় রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হুসাইন এবং সাহাবীয়ে রাসূল আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে ফিরার সময় হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ক্লান্তি অনুভব হলে একটি জায়গায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছুক্ষণ আরাম করার জন্য বসে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের চাদর দ্বারা হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পায়ের ধুলা বালি পরিস্কার করতে লাগলেন, তখন হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে নিশেধ করলেন। এতে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: فَوَاللّٰہِ لَوۡ یَعۡلَمُ النَّاسُ مِنۡکَ مَا اَعۡلَمُ لَحَمَلُوۡکَ عَلٰی رِقَابِہِمۡ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শপথ! আপনার যে মহত্ব আমি জানি, যদি তা লোকেরা জানতে পারে তবে তারা আপনাকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিবে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৯, নম্বর- ১৫৬৬)

(২) হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে বললেন: হে আমার বৎস! আমার ইচ্ছা হলো যে, আপনি আমার নিকট আসা যাওয়া করবেন। সুতরাং আমি একদিন তাঁর ঘরে গেলাম, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে আলাদাভাবে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে ফিরে যেতে লাগলো তখন আমি ফিরে এলাম। কিদিন পর আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "لَمۡ اَرَکَ অর্থাৎ আপনি আমার নিকট আর তো আসেন নি?" আমি আরয করলাম: "হে আমিরুল মুমিনিন! আমি এসেছিলাম কিন্তু আপনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। আপনার সন্তান আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো (আমি ভাবলাম যে, যখন

সন্তানের যাওয়ার অনুমতি নেই তবে আমার কিভাবে হতে পারে?) তাই আমিও তার সাথে ফিরে গেলাম।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: " اَنۡتَ اَحَقُّ بِالۡاِذۡنِ مِنۡ عَبۡدِ اللّٰہِ ابۡنِ عُمَرَ اِنَّمَا اَنۡبَتَ مَاتَرٰی فِیۡ رُؤُوۡسِنَااللّٰہُ ثُمَّ اَنۡتُم অর্থাৎ আপনি আমার সন্তানের চেয়ে বেশি হকদার যে, ভেতরে আসার। আমার মাথায় যে চুল রয়েছে, **আল্লাহ পাকের** পর আপনিই তো উঠিয়েছেন।" (তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৬, নম্বর- ১৫৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১০ মুহাররামুল হারাম হলো সেই দিন, যেদিন রাসূলের নাতি হযরত ইমামে আলী মকাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তাঁর সঙ্গী সাথীসহ কারবালার তপ্ত মরুভূমিতে শহীদ করা হয়েছে। আসুন! সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্ম ২ শা'বান ৪র্থ হিজরীতে মদীনায়ে পাকে হয়েছে। ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **"হুসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রাখেন। ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপনাম **"আবু আব্দুল্লাহ"** এবং তাঁর উপাধী হলো **"সিবতু রাসূলিল্লাহি (রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি)" এবং **"রায়হানাতুর রাসূল (রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল)"। (আসাদুল গাবা, ১১৭৩ পৃষ্ঠা। হুসাইন ইবনে আলী, ২/২৫,২৬। সিয়রে আ'লামুন নিবালা, ২৭০ পৃষ্ঠা। আল হুসাইন শহীদ..., ৪/৪০২) ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্মের পর **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ডান কানে আযান এবং বাম কানে তাকবীর বলেন আর আপন থুথু মুবারক তাঁর মুখে দিলেন। (কানযুল উম্মাল, ৮/২৫২, ১৬তম অংশ, হাদীস নং-৪৫৯৯৩) ✲ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দনিয়ায় আপন ফুল বলে ঘোষনা করেছেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবীন নবী, ২/৫৪৭, হাদীস নং-৩৭৫৩) ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ন্যায় জান্নাতী যুবকদের সর্দার। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪২৬, হাদীস নং- ৩৭৯৩) ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ২৫টি হজ্ব পায়ে হেঁটে করেছিলেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, নম্বর- ১৫৬৬, হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালীব..., ১৪/১৮০) ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে ইলমে দ্বীনের ভান্ডার পেয়েছেন। ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইলমে দ্বীন সম্বলিত কথাবার্তা এমন মনমুগ্ধকর হতো যে, মানুষের এরূপ আকাঙ্ক্ষা হতো যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যেনো চুপ না থাকেন বরং ইলম ও প্রজ্ঞার টিপস বর্ণনা করতে থাকেন। ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আপন সম্মানিত পিতা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, সম্মানিতা আম্মাজান সায়্যিদা বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং দ্বিতীয় খলিফায়ে রাসূল আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনা করেন। ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর ভাই হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, তাঁর শাহজাদা ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, তাঁর শাহজাদীগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ, নাতি ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সহ অন্যান্য ওলামা ও মুহাদ্দিসগণ অন্তর্ভূক্ত। (আসলাবা, ২/৬৮, নম্বর- ১৭২৯) ✲ হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর স্থায়ীভাবে ইলমের আসর মসজিদে নববীতে বসতো, যাতে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মানুষদের শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে অবহিত করতেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, নম্বর- ১৫৬৬, আল হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব.., ১৪/১৭৯) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার এবং তাঁর শাহাদত দিবসে তাঁর প্রতি অধিকহারে সাওয়াব পৌঁছানোর তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হযরতে হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর চারটি রিসালা: ইমাম হুসাইনের কারামত, ইমাম হুসাইনের ঘটনাবলী, কারবালার বক্তিম দৃশ্য এবং হুসাইনি দুলহা মূল্য পরিশোধ করে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ভালবাসায় নিজের অন্তরকে সিক্ত করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে আহলে বাইত এবং আশিকানে সাহাবাদের সহচর্য গ্রহন করুন এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য

নিজের খেদমত পেশ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতিনের প্রায় ১০৭টি বিভাগে মাদানী দ্বীনে মতীনের খেদমত করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**। যাতে প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ বড় ইসলামী ভাইদের বিভিন্ন স্থানে (যেমন; মসজিদ, অফিস, মার্কেট, দোকান ইত্যাদিতে) এবং বিভিন্ন সময়ে **ফি সবিলিল্লাহ** কোরআনে করীমের নাজেরার নামাযের মৌলিক মাসআলাগুলো শেখানো হয়, সুন্নাত ও আদব শেখানো হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সহচর্যের উপকারীতা ও বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! উত্তম সহচর্য সম্পর্কে কিছু উপকারীতা এবং এর বরকত সমূহ শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী পর্যবেক্ষণ করুন। (১) ইরশাদ হচ্ছে: "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" অর্থাৎ মানুষ তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে। (মুসলিম, ১০৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৭১৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: "اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ" অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়ে থাকে, সুতরাং আবশ্যক যে, সে যেনো দেখে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবী হুরায়রা, ৩/২৩৩, হাদীস নং-৮৪২৫) ✻ ভাল মন্দ সাথীর উদাহরণ মুশক বিক্রেতা এবং চুল্লিতে হাপর প্রদানকারী ন্যায়, মুশক বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই দিবে অথবা তুমি কিছু কিনে নিবে কিংবা তুমি তার থেকে ভাল সুগন্ধ পাবে এবং চুল্লিতে হাপর প্রদানকারী তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা তার থেকে দূগন্ধ পাবে। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৯২)

ঘোষণা

উত্তম সহচর্যের অবশিষ্ট উপকারীতা ও বরকত তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই উপকারীতা ও বরকত সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)